সমস্বর©

৬৪ তম সংখ্যা, জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৬

তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের দাবী

তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে - কৃষি মন্ত্রী

www.bata.net.bd

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের **মুখপত্র**

অন্যান্য পাতায় আছে

তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহনের দাবী

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার

তামাক নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা করবে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর

ঢাকা ও রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বিষয়ক সেমিনার

দেশের সকল বার কাউন্সিল ধূমপানমুক্ত করতে পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে

তামাক বিক্রয়কারীকে লাইসেন্সিং এর আওতায় আনার পরামর্শ

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

তামাক কোম্পানীগুলো সারাদেশে আইন লংঘন করছে: জরিপের তথ্যে প্রকাশ

দ্বিতীয় তামাক বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত

সম্পাদনা পরিষদ

সভাপতি

সাইফুদ্দিন আহমেদ

সম্পাদক

রফিকুল ইসলাম মিলন

নির্বাহী সম্পাদক

আমিনুল ইসলাম সুজন

সদস্য

এটিএম শহিদুল ইসলাম

বিধান চন্দ্র পাল

মুদ্রণ: আইমেক্স মিডিয়া লিঃ

ফোন: ৮৮০২-৯১৪৪৯৮০, ০১৭১৩০১৪৪১২

প্রাণঘাতী তামাক কোম্পানি বৃটিশ আমেরিকান টোব্যাকো (বিএটি) বাংলাদেশ থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠানের শেয়ার প্রত্যাহার করা উচিত ।

প্রাণঘাতী তামাক ব্যবসায়ী ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার প্রত্যাহার করা উচিত

ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলোর প্রতিবন্ধকতা সত্বেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম এর দৃঢ় নেতৃত্বে তামাক নিয়ন্ত্রণে বাংলাদেশের অগ্রগতি প্রশংসনীয় । তামাকের বহুমাত্রিক আগ্রাসনকে প্রতিহত করতে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ২০০৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণে আর্ন্তজাতিক চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) চূড়ান্ত করেছে । বাংলাদেশ এ চুক্তিতে স্বাক্ষরকারী প্রথম দেশ । এফসিটিসির আলোকে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন পাসসহ বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে ।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আন্তরিক সদিচ্ছায় ২০১৩ সালে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন সংশোধিত হয় এবং স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমের উদ্যোগে ২০১৫ সালে সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধিমালা পাস হয় । ২০১৪-১৫ অর্থ বছর থেকে সরকার সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের উপর ১% সারচার্জ আরোপ করে ।

ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলোর প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের রাজনৈতিক অঙ্গীকার, আন্তর্জাতিক দায়বদ্ধতা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নকে গুরুত্ব দিয়ে ২০১৬ সালে তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণীর প্রচলন করা হয়েছে । উপরন্তু, তামাক নিরুৎসাহিতকরণে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত ঘোষনার দৃঢ় অঙ্গিকার ব্যক্ত করেছেন ।

সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে তামাক কোম্পানিগুলো দরিদ্র কৃষকদের প্রলোভনের ফাঁদে ফেলে তামাক চাষে ধাবিত করে কৃষি জমি ধ্বংস-পরিবেশ বিনষ্ট ও খাদ্য নিরাপত্তায় হুমকি তৈরি করছে । অন্যদিকে শিশু-কিশোরদের তামাকের নেশায় ধাবিত করার মাধ্যমে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিয়ে মুনাফা লুটছে ।

কিন্তু অত্যন্ত উদ্বেগের বিষয়, **পাণঘাতী নেশাদ্রব্য তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী অন্যতম প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো** কোম্পানিতে সরকার ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার রয়েছে । একদিকে তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের প্রচেষ্টা, অন্যদিকে তামাক কোম্পানিতে সরকারের শেয়ার– সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ প্রচেষ্টাকে জনগনের কাছে প্রশ্নবিদ্ধ করছে । জনস্বাস্থ্য বিবেচনা ও নৈতিকতার স্বার্থে বিধ্বংসী ও নেতিবাচক এ অবস্থান থেকে সরকারের সরে আসা প্রয়োজন ।

সম্প্রতি গণমাধ্যমে প্রকাশিত এক তথ্যে জানা যায়, ২০১৫ হিসাব বছর অনুযায়ী, **ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো** কোম্পানিতে সরকার ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার রয়েছে ১১ দশমিক ৪৫ শতাংশ । এর মধ্যে সরকারের শেয়ার শূন্য দশমিক ৬৪ শতাংশ । এছাড়া সরকারের মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ইনভেস্টমেন্ট করপোরেশন অব বাংলাদেশের (আইসিবি) শেয়ার রয়েছে ৭ দশমিক ১৭, সাধারণ বীমা করপোরেশনের ২ দশমিক ৮২ ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের (বিডিবিএল) শূন্য দশমিক ৩৩ শতাংশ ।

এছাড়াও ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদে সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের মধ্যে রয়েছেন শিল্পসচিব, কৃষিসচিব, শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের সচিব এবং এই কোম্পানির সরকার নিযুক্ত স্বতন্ত্র পরিচালক হিসেবে নিরীক্ষা কমিটির সদস্য পদে রয়েছেন মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সাবেক সচিব । রাষ্ট্রের অন্যতম গুরুত্বপূর্ন পদের অধিকারী ব্যক্তিদের তামাক কোম্পানীর পরিচালনা পষর্দে থাকা তামাক নিয়ন্ত্রণে গৃহিত সরকারের নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন কে প্রভাবিত করতে পারে ।

তামাক নিয়ন্ত্রণে আর্ন্তজাতিক চুক্তি এফসিটিসির আর্টিক্যাল ৫.৩ অনুযায়ী তামাক নিয়ন্ত্রণসহ জনস্বাস্থ্য সম্পর্কিত সকল নীতিকে তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখা সরকার ও প্রজাতন্ত্রের সকল কর্মকর্তার দায়িত্ব ও কর্তব্য । আর্ন্তজাতিক চুক্তি এফসিটিসি স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসাবে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতির সাথে সাংঘর্ষিক হতে পারে–এমন কার্যক্রম থেকে বিরত থাকা জরুরী ।

আর্ন্তজাতিক অভিজ্ঞতা অনুসারে তামাক কোম্পানিগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে অবজ্ঞা ও নীতি প্রণয়নে হস্তক্ষেপ ও প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা করে । বিশেষজ্ঞ মতানুসারে, **নিরুৎসাহিত তামাকজাত পণ্য উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো** কোম্পানিতে সরকার ও সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শেয়ার থাকলে তামাক কোম্পানীগুলো সহজেই তামাক নিয়ন্ত্রণে নীতি নির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত বা বিলম্বিত করতে পারে । এসকল দিক বিবেচনায় জনস্বাস্থ্য রক্ষায় বিড়ি-সিগারেটের মতো জনস্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর কোনো পণ্যের ব্যবসায় সরকারের অংশীদারিত্ব থাকা উচিত নয় । তামাক নিয়ন্ত্রনের স্বার্থেই সরকারের কোনো প্রতিনিধি সিগারেট কোম্পানির পরিচালক পদে থাকা সমীচীন নয় ।

তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহনের দাবী

সামিউল হাসান সজীব ॥ খাদ্য নিরাপত্তার জন্য হুমকি, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিধ্বংসী প্রাণঘাতী তামাকের চাষ নিয়ন্ত্রণ জরুরি। খাদ্য উৎপাদনযোগ্য কৃষি জমিতে তামাক চাষের আগ্রাসন ও ক্রমবর্ধমান হারে খাদ্য ঘাটতি তরান্বিত করবে। অথচ, ক্ষতিকর তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতা ও সমর্থন আশানুরূপ নয়। ফলে তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে নীতিনির্ধারণী সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত এবং বিলম্বিত হচ্ছে।

তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ ও কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব ও দায়বদ্ধতা নিশ্চিত করার আহবান জানিয়ে ১ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় অবস্থান কর্মসূচি আয়োজন করেছে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট। প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সেক্রেটারী জেনারেল হেলাল আহমেদ এর সভাপতিত্বে কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখেন মাদক ও নেশা বিরোধী কাউন্সিল (মানবিক) এর উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম মিলন, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প কর্মকর্তা রেজা আহমেদ, ট্যোবাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল'র সহকারী গবেষক ফারহানা জামান লিজা, প্রদেশের নির্বাহী পরিচালক অনাদী কুমার মন্ডল, বাংলাদেশ দু:স্থ নারী ও শিশু কল্যাণ ট্রাস্টের চেয়ারম্যান আঁখি আক্তার প্রমূখ। অবস্থান কর্মসূচি সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের সহকারী প্রকল্প কর্মকর্তা আবু রায়হান।

রফিকুল ইসলাম মিলন বলেন, তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে অনেক নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলেও তা বাস্তবায়নে কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের সুনির্দিষ্ট কোন পরিকল্পনা নেই। বাংলাদেশে কৃষি জমিতে তামাক চাষ দিনদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা একটি দেশের উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক এবং উদ্বেগজনক।

হেলাল আহমেদ বলেন, জনবহুল ও ছোট রাষ্ট্র হওয়া সত্বেও খাদ্যশস্য উৎপাদনে শীর্ষ পর্যায়ে অবস্থান করছে বাংলাদেশ। একদল কুচক্রী দেশের এ অর্জনকে ধ্বংশ করতে দেশে তামাক চাষ বৃদ্ধির অপচেষ্টার লিপ্ত। এ ধরনের অপতৎপরতা দেশের খাদ্য নিরাপত্তাকে মারাত্মক ঝুঁকিতে ফেলছে। জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দিয়ে সম্মিলিতভাবে এধরনের অপচেষ্টায় লিপ্তদের প্রতিহত করতে হবে।

সৈয়দা অনন্যা রহমান বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগণকে রক্ষায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে তামাকমুক্ত করতে হলে তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা এবং চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা দ্রুত প্রণয়ন করতে হবে।

কর্মসূচিতে তামাক বিরোধী নারী জোট (তাবিনাজ), এলআরবি ফাউন্ডেশন সহ বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন।

তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে ॥ কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী

আমিনুল ইসলাম সুজন ॥ 'তামাক চাষ পরিবেশ, জনস্বাস্থ্য, অর্থনীতির জন্য ক্ষতিকারক। এছাড়া তামাক চাষের ফলে কৃষি জমির উর্বরতা কমে যায়। তামাক চাষে জমির পরিমাণ বৃদ্ধির অর্থ খাদ্য উৎপাদনে জমির পরিমাণ কমে যাওয়া। এসব বিবেচনায় সরকার তামাক চাষে কোন সহযোগিতা করছে না। উপরন্তু তামাক চাষ নিরুৎসাহিত করতে বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে'।

৪ আগষ্ট বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধি দলের সঙ্গে নিজ দপ্তরে মতবিনিময় কালে এ কথা বলেন কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী। এ সময় কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ উপস্থিত ছিলেন।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা ও জাতীয় যক্ষা নিরোধী সমিতি (নাটাব) এর সভাপতি মোজাফফর হোসেন পল্টু প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দেন। প্রতিনিধি দলে ছিলেন আন্তর্জাতিক জনস্বাস্থ্য বিষয়ক সংগঠন দি ইউনিয়ন এর কারিগরি পরামর্শক এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম, মাদকদ্রব্য ও নেশা বিরোধী কাউন্সিল (মানবিক) এর উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম মিলন, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের মূখপত্র 'সমস্বর' এর নির্বাহী সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সুজন, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান প্রমুখ।

কৃষি মন্ত্রী আরো বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকার আন্তরিক। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী এ বিষয়ে কঠোর মনোভাব পোষণ করেন। তামাকের ব্যবহার কমিয়ে আনতে স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিমও আন্তরিকভাবে কাজ করছেন। তবু তামাক কোম্পানিগুলো তামাক চাষ ও তামাকের ব্যবহার বাড়ানোর পায়তারা করছে। তামাক কোম্পানির প্রতারণামূলক কার্যক্রম সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানো প্রয়োজন।

মোজাফফর হোসেন পল্টু বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের অবস্থান প্রশংসনীয়। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ২০৪০ সালের মধ্যে দেশকে তামাকমুক্ত করার ঘোষণা দিয়েছেন। স্বাস্থ্য মন্ত্রী মোহাম্মদ নাসিম তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের বিধিমালা করেছেন, নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করছেন। তবু ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলো দরিদ্র ও স্বল্পশিক্ষিত কৃষকদের প্রলুব্ধ করার মাধ্যমে তামাক চাষের দিকে ধাবিত করছে, যা কৃষি জমির উর্বরতা ধ্বংস করছে, জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের উপর বিরূপ প্রভাব ফেলছে। জনস্বাস্থ্য, পরিবেশ ও কৃষি জমির উর্বরতা রক্ষায় তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণে কঠোর হওয়া দরকার।

কৃষিক্ষেত্রে যুগান্তকারী উন্নয়নের জন্য কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরীকে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানান মোজাফফর হোসেন পল্টু।

এডভোকেট সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, 'সরকার তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণ নীতিমালা করতে যাচ্ছে। এতে কৃষি মন্ত্রণালয়ের সক্রিয় সহযোগিতা ও নেতৃস্থানীয় ভূমিকা রাখা প্রয়োজন। পাশাপাশি কৃষি মন্ত্রণালয় ও এর অধীনস্ত প্রতিষ্ঠানের কোন কর্মকর্তা যেন তামাক কোম্পানির কোন কর্মসূচিতে অংশ না নেয়, সে বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান' করতে হবে।

কৃষি মন্ত্রণালয়ের সচিব **মোহাম্মদ মঈনউদ্দীন আবদুল্লাহ** বলেন, তামাক চাষ ক্ষতিকর বিধায় তামাক চাষের পরিমাণ কমাতে কৃষি মন্ত্রণালয় সক্রিয়। এছাড়া আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিকেল ৫.৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী কৃষি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তারা তামাক কোম্পানির সঙ্গে কোন আলোচনায় অংশ নেয় না।

এ প্রসঙ্গে **আমিনুল ইসলাম সুজন** বলেন, তামাক চাষে জমির পরিমাণ সঠিকভাবে আসছে না। এমন জেলা ও উপজেলায় তামাক চাষ হয়, যা পরিসংখ্যান ব্যুরো কিংবা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের তথ্যে উঠে আসছে না। হতে পারে, সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ নীতি কিংবা তামাক কোম্পানির দ্বারা প্রভাবিত হয়ে স্থানীয় কৃষি কর্মকর্তারা তামাক চাষে জমির পরিমাণ কম উল্লেখ করেন।

বিষয়টি নিয়ে পরিসংখ্যান ব্যুরো'র সঙ্গে আলোচনা এবং তামাক চাষ ও তামাকের ক্ষতিকর বিষয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধির পরামর্শ দেন **কৃষি মন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী**। পাশাপাশি তামাক চাষ নিয়ন্ত্রণসহ তামাক বিরোধী সামাজিক আন্দোলনে কৃষি মন্ত্রণালয়ের নৈতিক সমর্থন ব্যক্ত করেন কৃষি মন্ত্রী।

স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে গুরুত্ব দিচ্ছে সরকার ॥ ড. গওহর রিজভী

সৈয়দা অনন্যা রহমান ॥ সরকারকে প্রতিবছর অসংক্রামক রোগের চিকিৎসার পেছনে বিপুল পরিমান অর্থ ব্যয় করতে হচ্ছে। ভয়াবহ এ অবস্থা থেকে উত্তরণে রোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বারোপ প্রয়োজন। ২৪ জুলাই বিকেল ৩টায় মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আর্ন্তজাতিক বিষয়ক উপদেষ্টা ড. গওহর রিজভী এর সাথে বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর একটি প্রতিনিধিদল স্বাক্ষাৎকালে তিনি এ কথা বলেন।

ড. গওহর রিজভী বলেন, বাংলাদেশ সরকার জনস্বাস্থ্যকে গুরুত্ব দিয়ে ইতোমধ্যে অনেকগুলো ইতিবাচক উদ্যোগ গ্রহণ করছে। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ভবিষ্যতে রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণের দিকে লক্ষ্য রাখা হবে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর প্রতিনিধিদলে পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলনের চেয়ারম্যান আবু নাসের খান, জাতীয় যক্ষা নিরোধ সমিতি (নাটাব) এর প্রেসিডেন্ট মোজাফ্ফর হোসেন পল্টু, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া সেখানে উপস্থিত ছিলেন সাবেক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আল-আমিন।

প্রতিনিধিদলের সদস্যরা বলেন, বাংলাদেশে প্রতিবছর ৬.৪ মিলিয়ন বা ৪ শতাংশ মানুষ চিকিৎসা করাতে গিয়ে দরিদ্র হয়ে যাচ্ছে। প্রকৃতপক্ষে শতকরা ৮০% অপরিণত হৃদরোগ, স্ট্রোক ও ডায়বেটিস এবং ৪০% ক্যান্সার প্রতিরোধযোগ্য। সুতরাং চিকিৎসা কেন্দ্রিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার চেয়ে রোগ প্রতিরোধমূলক স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি অধিক হারে গুরুত্ব প্রদাণ করা জরুরি।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর পক্ষ থেকে জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে মহান জাতীয় সংসদে ২০১৪-১৫ অর্থবছরে আমদানীকৃত এবং উৎপাদিত সকল তামাকজাত দ্রব্যের উপর ১% স্বাস্থ্য উন্নয়ন কর আরোপসহ বিগতদিনে দেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম গতিশীল করার ক্ষেত্রে উদ্যোগ গ্রহনের জন্য সরকারকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করে স্বাস্থ্য সুরক্ষায় রোগ প্রতিরোধ ব্যবস্থাকে প্রাধান্য দেবার অনুরোধ জানানো হয়।

তামাক নিয়ন্ত্রণে সহযোগিতা করবে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর ॥ মহাপরিচালক

মো. মহিউদ্দিন ॥ তামাকের ব্যবহার ভোক্তাকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেয় বিধায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের দায়িত্ব রয়েছে। জনস্বাস্থ্য রক্ষায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ বাস্তবায়নে তামাক বিরোধী সংগঠনগুলোর পাশে থাকবে জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর।

৭ আগষ্ট সকালে টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্স সেল ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের একটি প্রতিনিধি দল জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালকের সঙ্গে তাঁর দপ্তরে সাক্ষাৎকালে এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন মহাপরিচালক **মো.শফিকুল ইসলাম লস্কর**।

প্রতিনিধি দল বলেন, সংশোধিত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুসারে বাংলাদেশ সরকার সকল তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী প্রদান বাধ্যতামূলক করেছে এবং প্রতি তিন মাস পর পর আইন অনুসারে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবানী পরিবর্তনের বিধান করেছে। কিন্তু তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে উৎপাদন ও মেয়াদ উর্ত্তীর্নের তারিখ না থাকায় পর্যবেক্ষণে সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে। গবেষণায় দেখা যায়, একজন ধূমপায়ী বছরে প্রায় ৭০০০ বার একটি সিগারেটের প্যাকেট দেখে। সুতরাং ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ধূমপায়ীদের ধূমপান ত্যাগে এবং অধূমপায়ীদের ধূমপান শুরু করতে নিরুৎসাহিত করে।

সম্প্রতি তামাক বিরোধী সংস্থাগুলোর এক গবেষণায় দেখা যায়, ৭৫% সিগারেট কোম্পানি আইন অনুসারে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবানী প্রদাণ করছে না। এছাড়া অধিকাংশ বিড়ি, গুল, জর্দ্দার কৌটা ও মোড়কে আইন অনুসারে স্বাস্থ্য সতর্কবাণী নেই। এজন্য তামাকজাত দ্রব্যের মোড়কে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবানী সুনিশ্চিত করতে উৎপাদন ও মেয়াদ উর্ত্তীর্নের তারিখ প্রদান জরুরি।

গত জানুয়ারি ২০১৬ ঢাকায় অনুষ্ঠিত 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন' শীর্ষক সাউথ এশিয়ান স্পিকার'স সামিট-এ মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আগামী ২০৪০ সালের মধ্যে বাংলাদেশ থেকে তামাকের ব্যবহার সম্পূর্ণ নির্মূল করার ঘোষণা দিয়েছেন। দেশকে তামাকমুক্ত করতে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইনের বাস্তবায়ন খুবই জরুরি।

মহাপরিচালক জানান, তামাক নিয়ন্ত্রণে জাতীয় ভোক্তা অধিকার অধিদপ্তরের আন্তরিক সহযোগিতা থাকবে। জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সারা দেশের সকল অফিসের কর্মকর্তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে কাজ করবে।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের প্রতিনিধিরা Framework Convention on Tobacco Control (FCTC) এর আর্টিকেল ৫.৩ অনুযায়ী জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের সকল কর্মকর্তাগণকে অবহিত করণের কথাও উল্লেখ করেন, যা তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে তামাক কোম্পানীর প্রভাবমুক্ত রাখার বিষয়ে স্পষ্ট ধারনা তৈরি করবে।

এ সময় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের পরিচালক ও যুগ্ম সচিব মতিনুল হক, পরিচালক ও উপ-সচিব মনজুর মোরশেদ চৌধুরী, সহকারী পরিচালক ইফতেখারুল আলম রিজভী, এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, পরিবেশকর্মী সৈয়দ সাইফুল আলম শোভন, টিসিআরসি সদস্য সচিব ও ঢাকা ইন্টারন্যানাল ইউনিভার্সিটির ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মো. বজলুর রহমান, টিসিআরসির গবেষণা সহকারী ও প্রকল্প কর্মকর্তা ফারহানা জামান লিজা ও মো. মহিউদ্দিন উপস্থিত ছিলেন।

তামাক বিরোধী প্রচারণার উদ্বোধন

তামাকের ক্ষতিকর প্রভাব থেকে জনগসাধারণকে সচেতন করতে সপ্তমবারের মত প্রচারণা শুরু করেছে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়। গত ১২ জুলাই মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে এক সংবাদ সম্মেলনে টেলিভিশন স্পট 'ধোঁয়া'- এর উদ্বোধন করেন স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী জাহিদ মালেক। সংবাদ সম্মেলনে স্বাস্থ্যসচিব সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম ও অতিরিক্ত সচিব (বিশ্বস্বাস্থ্য) রোকসানা কাদের, ভাইটাল স্ট্রাটেজিস এর পরামর্শক মো. শফিকুল ইসলাম প্রমুখ বক্তব্য রাখেন। এ সময় মন্ত্রণালয় ও তামাক বিরোধী কার্যক্রমের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

টেলিভিশন স্পট 'ধোঁয়া'- এর দৈর্ঘ্য ৩০ সেকেন্ড জানিয়ে স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী বলেন, জনসচেতনতামূলক এ বার্তায় ধূমপানের পরোক্ষ ক্ষতিকর দিক, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ও বিধি প্রতিপালনের বাধ্যবাধকতা এবং জনসমাগম স্থান ও পরিবহনে জনসচেতনতামূলক বার্তা প্রদর্শনের আবশ্যকতা তুলে ধরা হয়েছে। এটি জনপ্রিয় কয়েকটি টিভি চ্যানেলে ১৫ জুলাই থেকে মাসব্যাপি ২ হাজার বার প্রচারিত হবে। প্রতিমন্ত্রী জানান, ধূমপান নিয়ন্ত্রণ আইন ও বিধি মোতাবেক যেসব স্থান শতভাগ ধূমপানমুক্ত সেই বার্তা প্রদর্শনের জন্য ষ্টিকার তৈরী করা হয়েছে। 'শতভাগ ধূমপানমুক্ত' ষ্টিকারের মাধ্যমে সারা দেশে তা প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হবে।

ঢাকা ও রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ বিষয়ক সেমিনার

'তামাক নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়ন ও স্থায়িত্বশীল অর্থনৈতিক যোগান নিশ্চিতে করণীয়' শীর্ষক সেমিনার ঢাকা ও রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা ও রংপুর বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের সহযোগিতায় উক্ত সেমিনারদ্বয় আয়োজন করে ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ (ডাব্লিউবিবি) ট্রাস্ট, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট ও দ্যা ইউনিয়ন। এগুলো সঞ্চালনা করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান ও প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন প্রকল্প কর্মকর্তা শারমিন আক্তার। প্রবন্ধে **শারমিন আক্তার** বলেন, জনস্বাস্থ্য রক্ষায় তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারের পদক্ষেপ ও অর্জনগুলো তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মীদের আশাবাদী করে তোলে। কিন্তু কোম্পানীগুলো সরকারী কর্মকর্তাদের নানাভাবে প্রভাবিত করার প্রচেষ্টায় লিপ্ত। কোম্পানীর এই অপপ্রচেষ্টাকে রুখতে সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) ও এর আর্টিকেল ৫.৩ সর্ম্পকে অবহিত হতে হবে। দুটি সেমিনারের সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন নিম্নে তুলে ধরা হয়েছে।

তামাক কোম্পানিগুলোর প্রলুব্ধকরণ সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তাদের সতর্ক করা হবে ॥ ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার

শারমিন আক্তার রিনি ॥ তামাক কোম্পানিগুলো সরকারের তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমকে ক্ষতিগ্রস্ত ও প্রশ্নবিদ্ধ এবং তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করে প্রাণঘাতী তামাকজাত পণ্যের প্রচারণা বৃদ্ধি করতে সরকারি কর্মকর্তাদের নানাভাবে প্রলুব্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছে। ধূর্ত তামাক কোম্পানির এসব অপচেষ্টা সম্পর্কে সরকারী কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকতে হবে।

২ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টায় ঢাকা বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ের সভাকক্ষে সেমিনারে বক্তারা এই অভিমত ব্যক্ত করেন।

ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক **গাউস পিয়ারী** বলেন, স্বাস্থ্য সুরক্ষায় শুধু তামাক নিয়ন্ত্রণ নয়, পুরো স্বাস্থ্য ব্যবস্থার প্রতি গুরুত্ব দিয়ে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহন করতে হবে। স্বাস্থ্য সুরক্ষায় স্থায়িত্বশীল অর্থনৈতিক যোগান নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য তামাকসহ ক্ষতিকর ও অস্বাস্থ্যকর পণ্য যেমন কোমল পানীয়, ফাস্ট ফুড, জাঙ্ক ফুডের উপর অধিকহারে কর আরোপ করে অর্জিত অর্থ স্বাস্থ্য সুরক্ষায় ব্যয় করা যেতে পারে।

পুলিশের ঢাকা রেঞ্জের ডিআইজি (চলতি দায়িত্ব- পুলিশ সুপার) মো. আবুল বাসার তালুকদার বলেন, তামাক যুব সমাজকে ধ্বংস করছে। এক্ষেত্রে আইন বাস্তবায়নের পাশাপাশি আমাদের সামাজিক আন্দোলন জোরালো করতে হবে। তামাক কোম্পানিগুলো রাষ্ট্রকে কি পরিমাণ ট্যাক্স প্রদান করছে তা হিসাব না করে বরং তামাকের কারনে পরিবেশ, অর্থনীতি ও স্বাস্থ্যগত ক্ষতি বিবেচনায় নেওয়া প্রয়োজন ।

ঢাকা জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট **এম কাজী এমদাদুল ইসলাম** বলেন, তামাক কোম্পানির হস্তক্ষেপ সম্পর্কে জনগণ এবং সরকারী কর্মকর্তাদেরর মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। তামাক নিয়ন্ত্রণে আন্তর্জাতিক চুক্তি এফসিটিসিতে স্বাক্ষরকারী রাষ্ট্র হিসেবে আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের আমাদের বাধ্যবাধকতা রয়েছে। জনস্বার্থ রক্ষায় এবং রাষ্ট্রের আইন বাস্তবায়নে সরকারী কর্মকর্তাদের অব্যশই দায়িত্বশীল আচরণ পালন করা উচিত।

বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি ঢাকা জেলা কমান্ডেন্ট **মো. সাইফুল্লাহ রাসেল** বলেন, বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নের দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করছে। ২০১১ সালেই বাংলাদেশ আনসার ভিডিপি'র সকল স্থাপনা ও প্রতিষ্ঠান ধূমপানমুক্ত করা হয়েছে। সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে তামাক নিয়ন্ত্রণে আর্টিক্যাল ৫.৩ বাস্তবায়নে আনসার ভিডিপি আন্তরিক ও ইতিবাচক ।

সভাপতির বক্তব্যে ঢাকা বিভাগীয় কমিশনার **হেলালুদ্দীন আহমেদ** বলেন, এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ তে তামাক নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম তামাক কোম্পানির প্রভাবমুক্ত রাখতে সচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিতের কথা বলা হয়েছে। জনস্বার্থ রক্ষায় ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে আর্টিকেল ৫.৩ বিষয়ে প্রচারণা বাড়াতে হবে। তামাক কোম্পানীগুলো নানাভাবে প্রলুব্ধকরন প্রচেষ্টা থেকে সরকারী কর্মকর্তাদের সতর্ক থাকতে হবে। আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে ঢাকা বিভাগের সকল জেলা প্রশাসকদের এ বিষয়ে চিঠি প্রদান করা হবে।

সেমিনারে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিভাগের স্বাস্থ্য বিভাগের উপ-পরিচালক ডা. নাজিব আহমেদ, ঢাকা জেলার ডেপুটি সিভিল সার্জন জাকির হোসেন খান, কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত উপ-পরিচালক মো. আবুল কালাম, ঢাকা জেলা ক্রীড়া কর্মকর্তা মো. তারিকউজ্জামান, ঢাকা জেলা তথ্য অফিসের উপ পরিচালক এ কে এম আজিজুল হক, জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলের প্রোগ্রাম অফিসার শেখ মোহাম্মদ মাহবুব সোবহান প্রমূখ।

আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কে সব জেলা প্রশাসনকে সতর্ক করা হবে ॥ রংপুর বিভাগীয় কমিশনার

আবু রায়হান ॥ ধূর্ত তামাক কোম্পানির প্রলোভন থেকে মুক্ত থাকতে আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি এফসিটিসির আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কে রংপুর বিভাগের সবগুলো জেলা প্রশাসন ও প্রশাসনের কর্মকর্তাদের সতর্ক করা প্রয়োজন।

২২ আগস্ট সকাল সাড়ে ১০টায় রংপুর বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে রংপুর বিভাগীয় সেমিনারে এ অভিমত ব্যক্ত করা হয়।

রংপুর জেলা প্রশাসনের অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট **এ কে এম মারুফ হাসান** বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে রংপুর জেলা প্রশাসক নিয়মিত ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করছে। প্যাকেটে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবাণী নিশ্চিতে মনিটরিং ব্যবস্থা জোরদার করার পাশাপাশি মোবাইল কোর্ট পরিচালনা জোরদার করা হয়েছে।

রংপুর রেঞ্জ এর অতিরিক্ত ডিআইজি (পিপিএমবার) **বশির আহম্মেদ** বলেন, তামাক চাষীদের বিকল্প ফসল উৎপাদনে উৎসাহিত করা প্রয়োজন। তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বিধি নিষেধ আরোপ করতে হবে এবং এর সহজপ্রাপ্যতা ও সহজলভ্যতা কমাতে হবে।

রংপুর বিভাগীয় কমিশনার **কাজী হাসান আহমেদ** বলেন, জনসাধারণকে তামাকের ক্ষতি সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। আইন অমান্য করে তামাক কোম্পানিগুলোর বিজ্ঞাপন প্রচারের ক্ষেত্রে ভ্রাম্যমান আদালত মাধ্যমে জরিমানার পরিবর্তে জেল প্রদানের বিষয়টিকে বিবেচনায় নিতে হবে। জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে টাস্কফোর্সের সভা নিয়মিত করার পাশাপাশি ফলপ্রসূ যেন হয়, সে বিষয়টি নিশ্চিত করা হবে। এফসিটি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নে তামাক কোম্পানিগুলোর অপপ্রচেষ্টা থেকে সরকারি কর্মকর্তাদের সর্তকতা বিষয়ে রংপুর বিভাগের সকল জেলা প্রশাসকদের চিঠি প্রদান করা হবে।

সভাপতির বক্তব্যে রংপুর বিভাগের অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (অতিরিক্ত সচিব) **মিনু শীল** বলেন, এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বহুল প্রচারিত নয়। তামাক নিয়ন্ত্রণের স্বার্থেই এ আর্টিকেলটি প্রচারে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন। প্রতিটি ইউনিয়ন পর্যায় থেকে শুরু করে জেলা সদর পর্যন্ত এর প্রচারণা বৃদ্ধি করতে হবে।

রংপুর স্বাস্থ্য বিভাগের উপ-পরিচালক **ডা. মোহাম্মদ মোজ্জামেল হোসেন** বলেন, রংপুরের ৮ টি জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে টাস্কফোর্স কমিটির সভা যেন নিয়মিত হয় সেক্ষেত্রে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে।

এতে আরো বক্তব্য রাখেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন শ্যাডো'র নির্বাহী পরিচালক সারোয়ার জামিল। সেমিনারে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, কৃষি সম্প্রসারন অধিদপ্তর, জেলা ক্রীড়া অফিস, তথ্য অফিস, সিভিল সার্জন, প্রেসক্লাব ও অন্যান্য সরকারী-বেসরকারী অফিসের কর্মকর্তাগণ উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া রংপুর বিভাগের ৮টি জেলায় তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠনের প্রতিনিধিবৃন্দ অংশগ্রহন করেন।

দেশের সকল বার কাউন্সিল ধূমপানমুক্ত করতে পদক্ষেপ গ্রহন করা হবে

ফাহমিদা ইসলাম ॥ বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের ভাইস চেয়ারম্যান এডভোকেট আব্দুল বাসেত মজুমদার দেশের সকল বার কাউন্সিল ধূমপানমুক্ত ঘোষনার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে বলে জানান। ২৮ জুলাই দুপুর ২টায় বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এবং ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট এর আয়োজনে বার কাউন্সিল সভাকক্ষে **"তামাক নিয়ন্ত্রণে এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয়তা"** শীর্ষক মতবিনিময় সভায় তিনি আরো বলেন, তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবহার অকাল মৃত্যুর অন্যতম কারণ। ক্ষতিকর এ পন্য উৎপাদনে তামাক কোম্পানির প্রতি কোনরূপ সুবিধাজনক বা পক্ষপাতমূলক আচরণ করা যাবে না।

বাংলাদেশ বার কাউন্সিল এর হিউম্যান রাইটস কমিটির চেয়ারম্যান এডভোকেট জেড আই খান এর সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য রাখেন সুপ্রীম কোর্ট বার এসোসিয়েশনের সভাপতি এডভোকেট মোহাম্মদ ইউসুফ হোসেন হুমায়ূন, সাবেক আইন মন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু এমপি, বার কাউন্সিলের সদস্য এবং ফিনান্স কমিটির সন্মানিত চেয়ারম্যান এডভোকেট স.ম রেজাউল করিম, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের পরিচালক গাউস পিয়ারী প্রমূখ। সভায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের প্রকল্প কর্মকর্তা ফাহমিদা ইসলাম এবং সঞ্চালনা করেন কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান।

জেড আই খান বলেন, ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫, সংশোধন ও বিধিমালা প্রণয়ন সরকারের একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ। জনস্বার্থে সরকার তামাক নিয়ন্ত্রণে উদ্যোগ গ্রহণ করলেও তামাক কোম্পানিগুলো বিভিন্ন কূটকৌশলে নীতি নির্ধারক ও প্রজাতন্ত্রের কর্মকর্তাদের প্রভাবিত করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের খসড়া প্রণয়ণ এবং দেশের তামাক বিরোধী আন্দোলনে বাংলাদেশ বার কাউন্সিলের গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা ছিল। জনস্বার্থে আমাদের এই ভূমিকা ধরে রাখতে হবে।

আবদুল মতিন খসরু বলেন, জনস্বার্থে তামাক উৎপাদন নিষিদ্ধ করতে হবে। পাশাপাশি নাটক, সিনেমা ও গণমাধ্যম দ্বারা জনগণকে তামাকের কুফল সম্পর্কে সচেতন করতে হবে। আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করা জরুরী। তিনি আরো বলেন, তামাক থেকে প্রাপ্ত কর দিয়ে জনস্বাস্থ্য রক্ষা করা সম্ভব নয়। নীতি প্রণয়নের ক্ষেত্রে অর্থের চেয়ে জনস্বাস্থ্যকে প্রাধান্য দেয়া ও জরুরি।

মোহাম্মদ ইউসুফ হোসেন হুমায়ূন বলেন, আমাদের দেশ তামাক নিয়ন্ত্রণে বহুদূর অগ্রসর হয়েছে। মানুষ তামাক ব্যবহারে আগে থেকে অনেক সচেতন হয়েছে। এই সাফল্যে ধারাবাহিকতা রক্ষা করতে হবে। এভাবেই আমরা তামাকমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে পারবো।

রেজাউল করিম বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন সম্মিলিত উদ্যোগ। এ ক্ষেত্রে সমাজের সকল শ্রেনী-পেশার মানুষকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে এগিয়ে আসতে হবে। জনস্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর তামাকজাত পন্যের প্রসারে কোম্পানিগুলো সামাজিক দায়বদ্ধতা ও পৃষ্ঠপোষকতা আড়ালে নানাধরনের কর্মসূচী গ্রহণ করে এগুলো বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা করতে হবে।

অনুষ্ঠানে মুক্ত আলোচনায় অংশগ্রহন করেন এডভোকেট মানবেন্দ্র রায়, এডভোকেট সাইফুল হক, এডভোকেট রুশো, এডভোকেট সাকিব, এডভোকেট মোসাব্বির তুহিন, এডভোকেট বেলায়েত হোসেন মাসুম, এডভোকেট শ্যামল কান্তি সরকার, এডভোকেট আইরীন সুলতানা প্রমূখ।

যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বন্ধে লাইসেন্সিং ব্যবস্থা করার দাবি

যত্রতত্র অবাধে বিড়ি-সিগারেটসহ তামাকজাত পণ্যের বিক্রয় আশংকাজনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে বিড়ি-সিগারেটসহ সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়ে লাইসেন্স গ্রহণ বাধ্যতামূলক করার উদ্যোগ গ্রহণ করা জরুরী ।৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১০টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে এইড ফাউন্ডেশন ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সম্মিলিত উদ্যোগে এক অবস্থান কর্মসূচিতে এ দাবি জানানো হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, ডাব্লিউবিবি ট্রাস্টের কর্মসূচি ব্যবস্থাপক সৈয়দা অনন্যা রহমান, প্রদেশ'র নির্বাহী পরিচালক অনাদী কুমার মন্ডল, মানবিক'র তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা সুমন শেখ, টিসিআরসি'র সহাকারী গবেষক মো. মহিউদ্দিন প্রমূখ।

তামাক বিক্রয়কারীকে লাইসেন্সিং এর আওতায় আনার পরামর্শ

রেজা আহমেদ ॥ ৩ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় জাতীয় প্রেসক্লাবের ভিআইপি লাউঞ্জে 'জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে সকল ধরনের তামাকজাত দ্রব্যের ব্যবসায়ে লাইসেন্স প্রদানের গুরুত্ব ও করনীয়' শীর্ষক সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এইড ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল, দি ইউনিয়নের কারিগারি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের সাধারন সম্পাদক হেলাল আহমেদ, মানবিকের উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম মিলন প্রমূখ।

এইড ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে অনিয়ন্ত্রিত তামাকজাত পণ্যের বিপণন ও তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কারীদের ব্যবসার প্রকৃত পরিস্থিতি অন্বেষণের জন্য ঢাকা ও খুলনা বিভাগের-৫টি সিটি কর্পোরেশন এবং ২২টি জেলা শহরে পর্যবেক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হয়। জরিপের ফলাফল আলোক চিত্রে উপস্থাপন করেন গবেষক ড. আকরামুল ইসলাম।

বক্তারা তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনের গুরুত্বসহ তামাক কোম্পানীর আইন ভঙ্গের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেন। পাশাপাশি যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় নিয়ন্ত্রনে লাইসেন্স তৈরি ও নীতিমালা প্রণয়নের উপর বক্তারা গুরুত্ব আরোপ করেন। যত্রতত্র তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বন্ধে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ২০০ গজের মধ্যে তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয় বন্ধের জন্য ঢাকা উত্তর ও দক্ষিন সিটি কর্পোরেশনের মেয়রদ্বয়কে সংবাদ সম্মেলনের মাধ্যমে অনুরোধ জানানো হয়। জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় পৌরসভাসমূহ Local Government (Municipality) Act ২০০৯ এর সেকশন ৫০ ও সিডিউল-২ এর ক্ষমতাবলে অনিয়ন্ত্রিতভাবে তামাকজাত পণ্যের বিপণনের উপর লাইসেন্স আরোপ করতে পারে।

শেষ পৃষ্ঠায় পর

জরিপের তথ্যে প্রকাশ

দেবরা ইফরইমসন বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণে সরকারি ও বেসরকারি সংস্থাগুলো অত্যন্ত সফলভাবে কাজ করছে। এ সফলতা অন্যান্য ক্ষতিকর পণ্য নিয়ন্ত্রণে কাজে লাগানো দরকার।

এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম বলেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন অনুযায়ী ছবিসহ সতর্কবাণী প্রদান না করা ও তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়কেন্দ্রসহ বিভিন্ন স্থানে বিজ্ঞাপন প্রদানের মাধ্যমে আইন লঙ্ঘণ করার বিষয় জরিপে উঠে এসেছে। কিন্তু এ বিষয়ে গণমাধ্যমে আলোচনা কম হয়। বরং জনসমাগমস্থলে ধূমপানের প্রসঙ্গটি বেশি আলোচনা হয়। ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলো একদিকে আগ্রাসী প্রচারণা চালায়, অন্যদিকে নীতিনির্ধারকদের মনোযোগ সরাতে জনসমাগমস্থলে ধূমপানের বিষয়টি বেশি তুলে ধরে। এ সম্পর্কে আমাদের সচেতন হতে হবে।

সাইফুদ্দিন আহমেদ বলেন, এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা, যেখানে সব বেসরকারি সংস্থার তথ্য একসঙ্গে বিনিময় করা হচ্ছে। আইন অনুযায়ী সচিত্র সতর্কবাণী প্রদান ও জনসমাগমস্থল ধূমপানমুক্ত রাখতে সাইনবোর্ড স্থাপনের ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধতার চিত্র উঠে এসেছে। তবে আইন হওয়ার পর অনেক ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে। আমাদের আরও বেশি কাজ করতে হবে। জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেলকে শক্তিশালী করতে হবে।

তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সদস্যদের একটি অংশ মনে করেন, তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণে তামাক কোম্পানির প্রত্যক্ষ সম্পৃক্ততা রয়েছে। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়ন টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য ৫৯% এফসিটিসি আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কে কিছুই জানে না। জরিপে জানা যায়, ৯৮ ভাগ জর্দ্দা, গুল কারখানায় সাইনবোর্ড নাই।

আমিনুল ইসলাম বকুল বলেন, সারা দেশে বিভিন্ন সংগঠন তামাক নিয়ন্ত্রণের বিভিন্ন বিষয়ে জরিপ কার্য পরিচালনা করছে। জাতীয় পর্যায় জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল এর পক্ষ থেকে আইন বাস্তবায়নে অগ্রগতির উপর জরিপ পরিচালনার উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন।

সভায় জরিপের তথ্য উপস্থাপন করেন তাবিনাজ'র সমন্বয়কারী সাঈদা আখতার, এইড ফাউন্ডেশন প্রকল্প কর্মকর্তা হাসিবুল হক, একলাব'র প্রকল্প সমন্বয়কারী আব্দুল কাদের, প্রজ্ঞা'র মিডিয়া ক্যাম্পেইনার মেহেদী হাসান, ন্যাশনাল হার্ট ফাউন্ডেশন এর রিসার্চ ফেলো ডা. শামীম জুবায়ের, সিমান্তিক এর প্রোগ্রাম অফিসার তানিয়া নাজমুন নাহার, ইপসা'র কর্মসূচী ব্যবস্থাপক নাজমুল হায়দার, টিসিআরসি এর প্রকল্প কর্মকর্তা মোঃ বজলুর রহমান পাওয়ার পয়েন্ট প্রেজেন্টেশনের মাধ্যমে তাদের জরিপের তথ্যগুলো তুলে ধরেন। এসিডি তাদের একটি পেপারের মাধ্যমে তাদের তথ্য প্রদাণ করেন।

মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস বলেন, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) এর আর্টিকেল ৫.৩ সম্পর্কে সাধারণ মানুষ ও তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে সম্পৃক্ত সরকারি কর্মকর্তাদের ধারণার অভাব জরিপে উঠে এসেছে। এই আর্টিকেল সম্পর্কে প্রচারণা বাড়াতে হবে। পাশাপাশি যে ১০টি আলাদা জরিপ হয়েছে, সেগুলোর সুপারিশ সমন্বিত করা হলে করনীয় নির্ধারণ সহায়ক হবে। জাতীয়ভাবে গ্লোবাল এডাল্ট টোব্যাকো সার্ভে (গ্যাটস) এর দ্বিতীয় ধাপের কাজ শুরু হয়েছে। আশা করি, এ বছরের শেষনাগাদ আমরা নতুন জাতীয় তথ্য পাব, যা আগামী দিনের তামাক নিয়ন্ত্রণে

দ্বিতীয় তামাক বিরোধী সম্মেলন

শেষ পৃষ্ঠায় পর

তামাক, স্বাস্থ্য ও সামাজিক ক্ষতি বিষয়ক আলোচনায় সঞ্চালনা করেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এর সমন্বয়কারী রুহুল কুদ্দুস (যুগ্ম-সচিব)। এতে বক্তব্য রাখেন কানাডাভিত্তিক আন্তর্জাতিক সংস্থা হেলথব্রিজ এর আঞ্চলিক পরিচালক দেবরা ইফরমসন, জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা ও হাসপাতাল এর ক্যান্সার এপিডেমোলজি'র বিভাগীয় প্রধান ও সহযোগী অধ্যাপক ডা. হাবিবুল্লাহ তালুকদার, সমাজকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব এবিএম ওমর ফারুক চৌধুরী, মাদকদ্রব্য ও নেশা বিরোধী কাউন্সিল (মানবিক) এর উপদেষ্টা রফিকুল ইসলাম মিলন প্রমূখ।

সমাপনী অধিবেশনে বক্তব্য রাখেন ডিআইইউ এর রেজিষ্ট্রার অধ্যাপক মো. রফিকুল ইসলাম। এ সময় 'তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন: বর্তমান অবস্থা ও প্রতিরোধে করণীয়' বিষয়ে রচনা ও পোষ্টার প্রতিযোগিতায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয়।

সম্মেলনটি সঞ্চালনা করেন টিসিআরসির সদস্য সচিব মো. বজলুর রহমান ও সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন টিসিআরসির গবেষণা সহকারী ফারহানা জামান লিজা ও মো. মহিউদ্দিন রাসেল।

তামাক কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের স্বাস্থ্যঝুঁকি ও শ্রমিক অধিকার বিষয়ে ১৯ সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউট অব লেবার ষ্টাডিজ এর নির্বাহী পরিচালক সৈয়দ সুলতান উদ্দিন আহমেদ এর সাথে সংস্থার ধানমন্ডিস্থ কার্যালয়ে মতবিনিময় করেন ওয়ার্ক ফর এ বেটার বাংলাদেশ ট্রাস্ট এর একটি প্রতিনিধি দল।

মাধবদী পৌরসভা ধূমপানমুক্ত ঘোষণা

নরসিংদি ॥ নরসিংদির মাধবদী পৌরসভা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন সারডা সোসাইটি যৌথভাবে মাধবদী পৌরসভাকে "ধূমপানমুক্ত ভবন" ঘোষনার লক্ষ্যে পৌর মিলনায়তনে আলোচনা সভার আয়োজন করে। ২৩ আগষ্ট আয়োজিত অনুষ্ঠানে পৌর মেয়র হাজী মো. মোশাররফ হোসেন পৌর ভবন ধূমপানমুক্ত ঘোষনা করেন। তিনি বলেন, পৌর ভবন ধূমপানমুক্ত রাখতে সর্বাত্নক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। মেয়র হাজী মো. মোশাররফ হোসেন এর সভাপতিত্বে প্রধান অতিথি ছিলেন সারডা সোসাইটি'র প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর ড. সফিউদ্দিন আহমদ। এছাড়া বক্তব্য রাখেন- সারডা সোসাইটির নির্বাহী পরিচালক আরিফুর রহমান মুরাদ ভূঁইয়া, সদর হাসপাতালের আরএমও ডা. সৈয়দ আমিরুল হক, মাধবদী পৌর আওয়ামী লীগ সভাপতি আলহাজ্ব সালাহ্ উদ্দিন আহমেদ, রায়পুরা প্রেসক্লাব সভাপতি মোসলেহ উদ্দিন বাচ্চু, সারডা সোসাইটির দপ্তর সম্পাদক তাজুল ইসলাম প্রমূখ।

পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি থেকে নারী ও শিশুদের রক্ষায় প্রয়োজন সচেতনতা

কুষ্টিয়া ॥ ৮ আগস্ট সকাল ১০টায় কুষ্টিয়ায় তামাক নিয়ন্ত্রণে কার্যরত বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন সাফ'র আয়োজনে কুষ্টিয়ার পোড়াদহে নতুন কুঁড়ি কিন্ডারগার্টেন স্কুলে "আমরা পরোক্ষ ধূমপানের ক্ষতি হতে বাঁচতে চাই" শীর্ষক এক সচেতনতামূলক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। পরে একই দাবি নিয়ে জনসচেতনতা বৃদ্ধিতে স্কুলের সামনে এক মানববন্ধন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা নাছিমা খাতুন শিরীন এর সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় প্রধান আলোচক হিসাবে বক্তব্য রাখেন সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক। অন্যান্যদের মধ্যে স্কুলের সহকারী শিক্ষকা জেসমিন আকতার, মনিরা আকতার, সুমিত্রা বিশ্বাস ও হেনা আকতার প্রমূখ বক্তব্য রাখেন। বক্তারা ছাত্র-ছাত্রীদের তাদের নিজ নিজ বাড়ি ধূমপানমুক্ত রাখা এবং মানুষকে ধূমপান হতে বিরত বা নিরুৎসাহিত করতে উৎসাহিত করার পরামর্শ দেন।

সবাই আমরা খেলবো ভাই-ধূমপানমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন চাই

কুষ্টিয়া ॥ ক্রীড়া শক্তি-ক্রীড়া বল, নেশা ফেলে সবাই মিলে খেলতে চল এই শ্লোগানে আয়োজিত হয়েছে ব্যতিক্রমী ফুটবল টুর্নামেন্ট। তামাক বিরোধী সংগঠন সাফ'র ধূমপান ও মাদক বিরোধী প্রচারাভিযানের অংশ হিসাবে ১২ আগষ্ট কুষ্টিয়ার পোড়াদহ মাঠে ফুটবল খেলোয়াড় ও দর্শণার্থীদের মাঝে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য "সবাই আমরা খেলবো ভাই, ধূমপানমুক্ত ক্রীড়াঙ্গন চাই" দাবী জানিয়ে খেলা শুরুর প্রাক্কালে সচেতনতামূলক কর্মসূচী পালিত হয়। এতে অংশগ্রহন করেন সাফ'র নির্বাহী পরিচালক ও জেলা তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য মীর আব্দুর রাজ্জাক, শফি স্মৃতি সংঘের সভাপতি মো. আরিফুল ইসলাম আরিফ, সাধারণ সম্পাদক ও জেলা ক্রীড়া সংস্থার নির্বাহী সদস্য মো. জাহাঙ্গীর আলম ও অন্যান্য ক্রীড়ানুরাগীবৃন্দ। পোড়াদহ শফি স্মৃতি সংঘের আয়োজনে ১৩ আগষ্ট এস.এফ.লীগ ২০১৬ উদ্বোধন করেন পোড়াদহ ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান হাজী মো.ফারুকুজ্জামান জন। এসএফ লীগে ৫টি ফুটবল দল খেলায় অংশগ্রহন করে।

কুষ্টিয়া কোর্ট ষ্টেশন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনমুক্ত এলাকা ঘোষণা

মীর আব্দুর রাজ্জাক ॥ কুষ্টিয়া কোর্ট রেলওয়ে স্টেশন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনমুক্ত করতে সর্বাত্নক ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ রেলওয়ে পোড়াদহ থানার পুলিশ পরিদর্শক ওসি শ্রী সুনীল কুমার ঘোষ। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন বাস্তবায়নে ২৪ সেপ্টেম্বর সকাল ১১টায় কুষ্টিয়া কোর্ট রেলওয়ে ষ্টেশনে অবস্থিত তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়স্থলগুলো (Point of sale) পরিদর্শন করে দোকানে দৃশ্যমান তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারন এবং পরবর্তি সময়ে কোন প্রকার বিজ্ঞাপন প্রর্দশন না করার জন্য তামাকজাত দ্রব্য বিক্রয়কারীদেরকে কঠোর নির্দেশ দেয়া হয়। তিনি কুষ্টিয়া কোর্ট ষ্টেশন ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনমুক্ত এলাকা ঘোষণা করেন। ওসি শ্রী সুনীল কুমার ঘোষ বলেন, রেল ষ্টেশন পাবলিক প্লেস বিধায় এসব স্থানে দৈনন্দিন হাজার হাজার লোকের সমাগম হয়ে থাকে। এমন জনসমাগম স্থলগুলো ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপনমুক্ত রাখা জরুরি। তামাক নিয়ন্ত্রণ আইনেও এবিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। আইনের ব্যাপক প্রচারণা, জনসচেতনতা বৃদ্ধি ও জনস্বার্থে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনার মাধ্যমে আইনের বাস্তবায়ন মনিটরিং করা প্রয়োজন। এসময় বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট'র সদস্য সংগঠন সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।

খুলনায় তামাক নিয়ন্ত্রণে করণীয় বিষয়ক মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত

এড. মাসুম বিল্লাহ ॥ তামাক ব্যবহারজনিত রোগে দেশে প্রতিবছর প্রায় এক লাখ মানুষ অকাল মৃত্যুবরণ করে। প্রতি বছর প্রায় ১২ লাখ মানুষ ক্যান্সারসহ মস্তিস্কে রক্তক্ষরণ, হৃদরোগ, দীর্ঘস্থায়ী শ্বাসজনিত রোগ ও তামাকজনিত অন্যান্য রোগে অসুস্থ্য হয়। আর এসব তামাকজনিত রোগের চিকিৎসার পেছনে বছরে ১১ হাজার কোটি টাকা ব্যয় হয়। এজন্য স্বাস্থ্যগত ও আর্থিক উভয় দিক দিয়ে ক্ষতিকর এসব দ্রব্যের কেনাবেচাকে আরও নিয়ন্ত্রিত করা জরুরি।

১৯ সেপ্টেম্বর সকালে খুলনা সিটি কর্পোরেশনের সভাকক্ষে বেসরকারী সংস্থা এইড ফাউন্ডেশন, সিয়াম, কেসিসির তামাক নিয়ন্ত্রণ কমিটি ও তামাক বিরোধী জোট আয়োজিত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কেসিসির প্যানেল মেয়র রুমা খাতুন। সিয়ামের নির্বাহী পরিচালক এড. মাসুম বিল্লাহর সঞ্চালনায় এতে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ঝিনাইদহ এইড ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক মো. দোয়া বখ্শ শেখ। এছাড়া কেসিসির ১২ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর মো. মনিরুজ্জামান, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা আরিফ নাজমুল হাসান, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. স্বপন কুমার হালদার, খুলনা প্রেসক্লাবের সাবেক কোষাধ্যক্ষ এইচ এম আলাউদ্দিন প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

সভায় খুলনা মহানগরীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও পার্কের আশ-পাশের তামাকজাত দ্রব্যের দোকান উচ্ছেদে সিটি কর্পোরেশনকে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহবান জানানো হয়। একই সাথে পাবলিক প্লেস অথবা পার্কগুলোতে ধূমপান ও তামাকজাতদ্রব্য বিক্রি বন্ধে কার্যকর ভূমিকা পালনের আহবান জানানো হয়। সভায় সিটি কর্পোরেশন কর্তৃপক্ষ এসব ব্যাপারে পদক্ষেপ নেয়ার পাশাপাশি কেসিসির পক্ষ থেকে ধূমপানমুক্ত করণীয় সম্পর্কিত গাইডলাইনটি চূড়ান্তভাবে প্রকাশের পদক্ষেপ নেয়ার প্রতিশ্রুতি দেন। সভায় অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন হেলথ স্টান্ডিং কমিটির সিনিয়র সদস্য কাউন্সিলর মনিরুজ্জামান, সংরক্ষিত কাউন্সিলর আনজিরা খাতুন, সংরক্ষিত কাউন্সিলর মনিরা আক্তার, সংরক্ষিত কাউন্সিলর মাহমুদা বেগম, সংরক্ষিত কাউন্সিলর পারভীন আক্তার, দৈনিক প্রথম আলো খুলনার প্রতিনিধি শেখ আল-এহসান, দৈনিক পূর্বাঞ্চলের সিনিয়র রিপোর্টার এইচ এম আলাউদ্দিন, লাইসেন্স অফিসার মো. হাফিজুর রহমান চৌধূরী, সিনিয়র লাইসেন্স অফিসার মো. ফারুক তালুকদার, স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ডা. স্বপন কুমার হালদার, সিডিসির সভাপতি রোকেয়া রহমান, প্রধান রাজস্ব কর্মকর্তা মো. আরিফ নাজমুল আহসান, সংরক্ষিত কাউন্সিলর নাদিরা হোসেন তুলি, সংরক্ষিত কাউন্সিলর হাসনাহেনা, এইড ফাউন্ডেশনের প্রোগ্রাম অফিসার আব্দুল হালিম, এইড ফাউন্ডেশনের প্রকল্প সমন্বয়কারী মো. দোহা বক্স, সিয়ামের নির্বাহী পরিচালক এড. মো. মাছুম বিল্লাহ প্রমুখ।

বিমানবন্দরে বিদেশি সিগারেট আটক

হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক হাজার কার্টন বিদেশী সিগারেট আটক করা হয়েছে। ১৬ জুলাই শনিবার দুপুরে বিমানবন্দরের কার্গো ভিলেজ এলাকা থেকে এসব সিগারেট আটক করে ঢাকা কাস্টম হাউসের প্রিভেনটিভ দল। ঢাকা কাস্টম হাউসের সহকারী কমিশনার রেজাউল করিম প্রথম আলোকে বলেন, ইত্তেহাদ এয়ারওয়েজের একটি ফ্লাইটে কওে সিগারেটের চালানটি গত ৪ জুলাই দুবাই থেকে ঢাকায় আসে। ১৬ জুলাই দুপার ১২টার দিকে কার্গো ভিলেজ এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে ডানহিল ও বেনসন অ্যান্ড হ্যাজেস ব্রান্ডের এক হাজার কার্টন সিগারেট আটক করা হয়। আটত সিগারেটের মূল্য প্রায় ৩৫ লাখ টাকা। তবে এর সাথে জড়িত কাউকে আটক করা যায়নি। এ ঘটনায় আইনী ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।

তথ্যসূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৭ জুলাই, ২০১৬

ধূমপান না করে সে অর্থ দেয়া হলো দুস্থদের

ধূমপান না করার ঘোষণা দিয়েছেন চাঁদপুর জেলা আইনজীবি সমিতির সভাপতি এ্যাডভোকেট সেলিম আকবর। আর ধূমপানে যে টাকা ব্যয় হতো সেই টাকা দুস্থদেন মাঝে ব্যয় করবেন বলেও কথা দিয়েছেন তিনি। ২৬ জুলাই বিকেলে জেলা আইনজীবি সমিতি মিলনায়তনে তিনি এ ঘোষণা দেন। ঘোষণা অনুযায়ী তিনি ১০ জন দুস্থকে ৫০০ টাকা করে দেন এবং এ টাকা এ ১০ জনকে আজীবন দেবেন। তার এ ঘোষণা উপলক্ষে প্রীতি সভার আয়োজন করা হয়। এ্যাডভোকেট ইয়াসিন আরাফাতের সঞ্চালনায় আলোচনা সভায় অংশ নেন চাঁদপুর প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি কাজী শাহাদত, বর্তমান সভাপতি বি এম হান্নান, জেলা বারের সাবেক সভাপতি এ্যাডভোকেট জহিরুল ইসলাম, প্রেসক্লাবের যুগ্ম সম্পাদক মির্জা জাকির, এ্যাডভোকেট জাকির হোসেন ফয়সাল, সাংবাদিক শওকত আলী, একুশে টিভির জেলা প্রতিনিধি নেয়ামত হোসেন ও সাংবাদিক মাসুদ আলম প্রমূখ।

তথ্যসূত্র: আলোকিত বাংলাদেশ, ২৯ জুলাই, ২০১৬

বিদেশী সিগারেটসহ দুজন আটক

হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ৯ আগষ্ট সকালে ৩৪০ কার্টন সিগারেটসহ দুই যাত্রীকে আটক করেছেন শুল্ক গোয়েন্দারা। এসব সিগারেটের মূল্য প্রায় ২০ লাখ টাকা। আটক দুজন হলেন নূর আলম ও আব্দুল হালিম। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মইনুল খান বলেন, সকাল নয়টার দিকে ফ্লাই দুবাইয়ের একটি ফ্লাইটে করে সংযুক্ত আরব আমিরাত থেকে ঢাকায় আসেন নূর আলম ও আব্দুল হালিম। দুই যাত্রীর গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় তাদের সঙ্গে থাকা চারটি লাগেজ তল্লাশি করে ২৪০ কার্টন দক্ষিণ কোরিয়ার ইজি ব্রান্ডের সিগারেট আটক করা হয়।

তথ্যসূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১০ আগষ্ট, ২০১৬

সিগারেটসহ বিমান যাত্রী আটক

হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ৬০০ কার্টন বিদেশী সিগারেটসহ এক যাত্রীকে আটক করা হয়েছে। আটক যাত্রীর নাম মো. জামাল (৩৬)। তার বাড়ি চট্টগ্রাম জেলায়। গত ১৫ আগষ্ট সকালে জামালকে আটক আর্মড পুলিশ ব্যাটালিয়ান (এপিবিএন)। এপিবিএনের সহকারী পুলিশ সুপার তানজিনা আক্তার প্রথম আলোকে বলেন, ১৫ আগষ্ট সকালে এয়ার আরাবিয়ার একটি ফ্লাইটে করে আরব আমিরাত থেকে ঢাকায় আসেন জামাল। দুপুরে বিমানবন্দরের ক্যানপি-২ থেকে বের হওয়ার সময় তার সঙ্গে থাকা মালামাল তল্লাশি করা হয়। জামালের ট্রলি ও ট্রাভেল ব্যাগের ভেতর থেকে ৪০০ কার্টন ইজি স্পেশাল গোল্ড ও ২০০ কার্টন ডানহিল ব্রান্ডের সিগারেট পাওয়া যায়। আটক সিগারেটের আনুমানিক মূল্য ১২ লাখ টাকা। এ ঘটনায় বিমানবন্দর থানায় মামলা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: দৈনিক প্রথম আলো, ১৬ আগষ্ট, ২০১৬

শাহজালালে অর্ধকোটি টাকার বিদেশী সিগারেট জব্দ

হযরত শাহ জালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে ২৮ আগষ্ট প্রায় অর্ধকোটি টাকার আমদানি নিষিদ্ধ বিদেশী সিগারেট জব্দ করেছে শুল্ক গোয়েন্দা কতৃপক্ষ। এর মধ্যে মোহাম্মদ মামুন উদ্দিন নামে কাতার থেকে আসা এক যাত্রীর লাগেজ তল্লাশি করে ১৫৪ কার্টন সিগারেট জব্দ করা হয়। একই সময়ে বিমানবন্দরের কনভেয়ার বেল্ট এলাকায় ফেলে রাখা কুয়েত ফেরৎ এক অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির ব্যাগ থেকে ১ লাখ ৪০ হাজার ৮০০ শলাকা সিগারেট উদ্ধার করা হয়। এ নিয়ে জব্দ সিগারেটের পরিমান ১ লাখ ৭১ হাজার ৪০০ শলাকা। শুল্ক কর্মকর্তারা জানান, জব্দকৃত পণ্যের বাজারমূল্য ৪৮ লাখ টাকা। গোয়েন্দা সূত্র জানায়, ২৮ আগষ্ট ভোর ৬টায় বিমানবন্দরে কাতার এয়ারওয়েজের পুথক দুটি ফ্লাইট অবতরনের পর সিগারেট জব্দের এ ঘটনা ঘটে। এ ঘটনায় মামলা করা হয়েছে।

তথ্যসূত্র: দৈনিক সমকাল, ২৯ আগষ্ট, ২০১৬

শাহজালালে ১৬ কেজি তরল তামাক আটক

২০ সেপ্টেম্বর হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে ১৬ কেজি তরল তামাক আটক করেছে শুল্ক ও গোয়েন্দা বিভাগ। অন্য পণ্যের স্যাম্পল ঘোষণা দিয়ে আনা হয়েছিল এটি। গত ১৮ সেপ্টেম্বর মার্চেন্ডাইজ স্যাম্পল ঘোষণায় ছাড়িয়ে নেয়ার চেষ্টা করা হয়। গোপন সংবাদ পেয়ে কুরিয়ার গেটের বাইরে থেকে আটক করা হয়। শুল্ক গোয়েন্দা ও তদন্ত অধিদফতরের মহাপরিচালক (ডিজি) ড. মঈনুল খান বলেন, ইনভেন্টরি করে দেখা যায় ২২ কেজি ওজনের পার্সেলটিতে ১৬ কেজি তরল তামাক রয়েছে। তরল তামাক বিভিন্ন ব্রান্ডের বোতলজাত করা। এগুলো ই-সিগারেটের রিফিল হিসেবে ব্যবহারযোগ্য। এক প্রশ্নের জবাবে মহাপরিচালক বলেন, এটি আমদানি নিষিদ্ধ নয়। এর আগে একাধিকবার আটক করা হয়েছে। তবে পরিমাণ ছিল কম। তিনি আরও বলেন, চালানের আমদানিকারক ঢাকার শেওড়াপাড়ার ভেইপ কোম্পানি। তিনি আমেরিকা থেকে কিউআর-৬৩৪ ফ্লাইট যোগে কুরিয়ারে পণ্যটি আনেন। আমদানিকারকের বিরুদ্ধে মিথ্যা ঘোষণা দেয়ার অভিযোগ এনে শুল্ক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

তথ্যসূত্র: দৈনিক ইত্তেফাক, ২১ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ভ্রাম্যমান আদালতের অভিযান

সারাদেশে তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে বিভিন্ন জেলায় জেলা প্রশাসন, ধূমপান ও তামাক নিয়ন্ত্রণ টাস্কফোর্স কমিটি ও বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সহযোগী সংগঠনের সহযোগিতায় ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়েছে। যা গ্রন্থণা করেছেন **আবু রায়হান।**

কিশোরগঞ্জ ॥ ১৯ জুলাই মঙ্গলবার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০১৫ ভঙ্গ করে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যতিত বিড়ি ও সিগারেট বিক্রয়, বাজারজাত ও মজুদের কারণে কিশোরগঞ্জ শহরে অবস্থিত আকিজ বিড়ির জোনাল অফিসকে দুই লক্ষ টাকা এবং সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যতিত বিড়ি ও সিগারেট বিক্রির দায়ে হাবিব নগরের অনিল ষ্টোর, রবিন ষ্টোর, জাকির ষ্টোর, কাজল ষ্টোর এবং আদালত চত্বরে ধূমপানের অপরাধে করিমগঞ্জের আব্দুর রশিদ ও বিধান চন্দ্র রায় প্রত্যেককে একশত টাকা করে

সর্বমোট ২,২১,২০০/- জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমান আদালত। ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনাকালীন সময়ে আকিজ বিড়ির ডিপো হতে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যতিত বিপুল পরিমাণ বিড়ি ও সিগারেটের প্যাকেট জব্দ ও ধ্বংশ করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কিশোরগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তরফদার মো. আক্তার জামীল।

২২ জুলাই কিশোরগঞ্জে ধূমপান ও তামাক বিরোধী চলমান অভিযান এর

ধারাবাহিকতায় দিলীপ বিড়িকে জরিমানা করেছে ভ্রাম্যমাণ আদালত। ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা ২০১৫ ভঙ্গ করে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ছাড়া বিড়ি বাজারজাত ও মজুদের কারণে দিলীপ বিড়িকে ৫০,০০০ টাকা জরিমানা করা হয়। অভিযানের সময় দিলীপ বিড়ির ফ্যাক্টরি থেকে সচিত্র স্বাস্থ্য সতর্কবাণী ব্যতিত বিড়ির প্যাকেটে ব্যবহৃত বিপুল পরিমান ছাপানো কাগজ জব্দ করে ধ্বংশ করা হয়।

৫ আগস্ট কিশোরগঞ্জে তামাক নিয়ন্ত্রণে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালিত

হয়েছে। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনাকালে সদর উপজেলার হাজিরগল এলাকার মায়ের দোয়া ষ্টোর, নীলগঞ্জ বাজারের জুয়েল ষ্টোর ও ওমর ফারুক ষ্টোর এবং নীলগঞ্জ ষ্টেশন ঘাট এলাকার শাহাজাহান ষ্টোর ও কাশেম ষ্টোর প্রত্যেককে এক হাজার টাকা করে সর্বমোট চৌদ্দ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করেন কিশোরগঞ্জের অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) ও নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট তরফদার মো. আক্তার জামীল।

সুনামগঞ্জ ॥ ২৮ জুলাই সুনামগঞ্জ পৌর শহরের মোহাম্মদপুর, ষোলঘর এবং নবীনগর এলাকায় ৫ দোকান ও ১ ব্যক্তিকে যথাক্রমে তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচার ও পাবলিক প্লেসে ধূমপানের দায়ে সর্বমোট ৮,১০০ টাকা জরিমানা করে ভ্রাম্যমাণ আদালত। পরে তামাকজাত দ্রব্যের বিপুল

পরিমান অবৈধ বিজ্ঞাপন অপসারণ ও ধ্বংশ করা হয়। সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ের সহকারী কমিশনার ও এর্ক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্টেট এ.কে.এম আব্দুল্লাহ্-বিন-রশিদ এর নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়। এ সময় সুনামগঞ্জ সিভিল সার্জন কার্যালয় এর মেডিকেল অফিসার ও প্রসিকিউশন কর্মকর্তা ডা. মো. আবুল কালাম, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন আরডিএসএ এর নির্বাহী পরিচালক মো. মিজানুল হক সরকার এবং সীমান্তিক তামাক মুক্ত সিলেট প্রকল্পের ফিল্ড অফিসার রুহুল আমিন সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

৩০ আগষ্ট বিকাল ৪টায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন অনুসারে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচাললিত হয়েছে। সুনামগঞ্জ শহরের

তেঘরিয়া সাহেববাড়ী ঘাট এবং মধ্য বাজারে আদালত চলাকালীন সময়ে আইন অমান্য করে তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচারের দায়ে বাজারের বিভিন্ন খুচরা তামাক বিক্রয়কারী দোকানদারদের ৫,০০০/- টাকা জরিমানা করা হয়। সুনামগঞ্জ জেলা প্রশাসন এর সহকারী কমিশনার দীপংকর তঞ্চঙ্গ্যা এর নেতৃত্বে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালনা করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সিভিল সার্জন কার্যালয় এর সিনিয়র হেল্‌থ এডুকেশন অফিসার ও প্রসিকিউশন কর্মকর্তা মো. ওমর ফারুক, বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর সদস্য সংগঠন (আরডিএসএ)এর নির্বাহী পরিচালক মো. মিজানুল হক সরকার, সীমান্তিক তামাকমুক্ত সিলেট প্রকল্পের ফিল্ড অফিসার মো. রুহুল আমিন প্রমূখ ।

খুলনা ॥ ৩ আগষ্ট দুপুরে খুলনা জেলা প্রশাসনের এর্ক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফেরদৌস ওয়াহিদ ও মোহাম্মদ নাজমুল হাসান খান এর নেতৃত্বে খুলনা জিলা স্কুল, পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় ও শহীদ সোহরাওয়ার্দী মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় এলাকায় ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ অনুসারে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনা করা হয়। অভিযানকালে জিলা স্কুলের সম্মুখ থেকে তামাকজাত দ্রব্যের দুটি টং দোকান উচ্ছেদ করা হয়। পাইওনিয়ার মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সম্মুখে অবস্থিত টং দোকানে অপ্রাপ্ত বয়স্ক ছাত্রদের নিকট সিগারেট বিক্রি করার অপরাধে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০০৫ মোতাবেক ১০০০ টাকা জরিমানা এবং পাবলিক প্লেসে ধূমপান করার অপরাধে দু-জন ছাত্রের অভিভাবকদের কাছ থেকে মুচলেকা গ্রহণ ও সতর্ক করেন বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট।

তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন বাস্তবায়নে ৩০ আগষ্ট বিকাল ৪টায় খুলনা নগরীতে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়েছে। নগরীর নিরালা আবাসিক এলাকার তাবলিগ মসজিদের বিপরীতে বিভিন্ন দোকানে সিগারেটের অবৈধ বিজ্ঞাপন স্থাপনের সময় আকিজ টোব্যাকো কোম্পানির কর্মকর্তা মো. কামরুজ্জামান ও নীল কমল বাছাড়কে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তাদেরকে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন ২০০৫ ও সংশোধনি ২০১৩ এর ৫(ক) ধারায় অপরাধ করায় খুলনা জেলা প্রশাসনের এর্ক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট ফেরদৌস ওয়াহিদ আকিজ কোম্পানির দুই কর্মকর্তাদেরকে ৫০ হাজার টাকা জরিমানা, অনাদায়ে ১ মাসের জেল

প্রদান করেন। মোবাইল কোর্ট পরিচালনায় সহায়তা করেন খুলনা সিভিল সার্জন অফিসের সিনিয়র স্বাস্থ্য শিক্ষা অফিসার আবুল কালাম আজাদ, তামাক নিয়ন্ত্রণ কর্মী আব্দুল হালিম ও জেলা টাস্কফোর্স কমিটির সদস্য এড. মাসুম বিল্লাহ প্রমূখ।

সিরাজগঞ্জ ॥ সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসনের এর্ক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট মো.

ইসমাইল হোসেন এর নেতৃতে ৩১ আগষ্ট সিরাজগঞ্জে ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রন) আইন ২০০৫ অনুসারে ভ্রাম্যমান আদালত পরিচালিত হয়েছে। এসময় ব্রিটিশ আমেরিকান টোব্যাকো কোম্পানিকে সিগারেটের প্যাকেটে ও কার্টুনে ছবিসহ স্বাস্থ্য সতর্কবানী না থাকায় এবং আইন অমান্য করে তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ প্রচারণা সামগ্রী মজুদ পাওয়ায় উক্ত কোম্পানির বিপনন ব্যবস্থাপক রাকিব হাসান হিমেলকে এক লাখ পঞ্চাশ হাজার টাকা জরিমান ধার্য্য ও আদায় করা হয় এবং দোকানে তামাকজাদ দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রচার করায় দোকানদার মো. রফিককে ৩০০টাকা জরিমানা আদায় করা হয়। পরে জব্দকৃত মালামালগুলো জনসম্মুখে ধংস করা হয়। বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সদস্য সংগঠন ডিডিপি'র নির্বাহী পরিচালক কাজী সোহেল রানা উপস্থিত থেকে ভ্রাম্যমাণ আদালত পরিচালনায় সহযোগিতা করেন।

কুষ্টিয়া ॥ ৯ সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে ১২টায় পোড়াদহ জিআরপি থানার ওসি

পুলিশ পরিদর্শক সুনীল কুমার ঘোষ এর নেতৃত্বে বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশের একটি টিম কুষ্টিয়ার পোড়াদহ রেলওয়ে জংশন ষ্টেশনের ৪টি প্ল্যাটফর্ম এ তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন মনিটরিং ও কয়েকটি দোকান থেকে বিজ্ঞাপন অপসারন করেন এবং তামাকজাত দ্রব্যের অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচার হতে বিরত থাকতে দোকান মালিকদেরকে সর্তক করেন। সুনীল কুমার বলেন, পরবর্তীতে তামাকজাত দ্রব্যের কোন প্রকার বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহন করা হবে। এসময় সাফ'র নির্বাহী পরিচালক মীর আব্দুর রাজ্জাক উপস্থিত ছিলেন।

তামাক কোম্পানীগুলো সারাদেশে আইন লংঘন করছেঃ জরিপের তথ্যে প্রকাশ

শুভ কর্মকার ॥ তরুণ প্রজন্মকে ধূমপান ও তামাকের নেশায় ধাবিত করার মাধ্যমে সামাজিক সংকট সৃষ্টির জন্য দায়ী ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলো। কারণ, একদিকে তামাকজনিত মৃত্যু ও ভয়াবহতা কমিয়ে আনতে সরকার ধূমপান ও তামাকজাত দ্রব্য ব্যবহার (নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রণয়ন ও সংশোধনসহ নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করছে, অন্যদিকে আইন ও সংবিধানকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে আইন লঙ্ঘণ করে যাচ্ছে তামাক কোম্পানীগুলো। উপরন্তু, তামাক কোম্পানিগুলো মিথ্যা তথ্য দিয়ে নীতি নির্ধারকদের বিভ্রান্তও করছে।

৫ সেপ্টেম্বর সকালে ডাব্লিউবিবি ট্রাস্ট্রের কৈবর্ত্য কনফারেন্স রুমে অনুষ্ঠিত সভায় বক্তারা উপরোক্ত অভিযোগ করেন। সারাদেশে গত তিন বছরে তামাক নিয়ন্ত্রণে কর্মরত সংগঠনগুলোর জরিপের তথ্য সমন্বিতভাবে তুলে ধরার লক্ষ্যে আয়োজিত ১০টি সংগঠন তাদের তথ্য তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী সাইফুদ্দিন আহমেদ এর সভাপতিতে এতে বক্তব্য রাখেন জাতীয় তামাক নিয়ন্ত্রণ সেল (এনটিসিসি) এর সমন্বয়কারী ও এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের যুগ্ম সচিব মোহাম্মদ রুহুল কুদ্দুস। আলোচনা করেন দি ইউনিয়ন এর কারিগরি পরামর্শক এড. সৈয়দ মাহবুবুল আলম, হেলথব্রিজ এর আঞ্চলিক পরিচালক দেবরা ইফরমসন ও এইড ফাউন্ডেশন এর নির্বাহী পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল। সভা সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের মূখপত্র সমস্বর এর নির্বাহী সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সুজন। *বাকী অংশ ৭ পৃষ্ঠায়*

দ্বিতীয় তামাক বিরোধী সম্মেলন অনুষ্ঠিত ॥ আইন লঙ্ঘণ করে তামাকের বিজ্ঞাপন প্রদানের দায়ে তামাক কোম্পানিকে শাস্তির দাবি

ফারহানা জামান লিজা ॥ জনস্বার্থে ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়নে প্রণীত তামাক নিয়ন্ত্রণ আইন লঙ্ঘণ করে তামাকজাত দ্রব্যের বিক্রয়স্থলে (পয়েন্ট অব সেলস্) বিড়ি-সিগারেটসহ তামাকজাত দ্রব্যের বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের জন্য ধূর্ত তামাক কোম্পানিগুলোকে শাস্তির আওতায় আনা জরুরি। কারণ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে তামাকের বিক্রয়স্থলে বিজ্ঞাপন প্রদর্শনের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের তামাকের নেশায় ধাবিত করা হচ্ছে। তাই তামাকজাত দ্রব্যের সব অবৈধ বিজ্ঞাপন প্রচার ও প্রদর্শনের দায়ে তামাক কোম্পানিগুলোর মালিক/ব্যবস্থাপককে জেল ও জরিমানা করা দরকার। ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি (ডিআইইউ) এর টোব্যাকো কন্ট্রোল এন্ড রিসার্চ সেল (টিসিআরসি) এর উদ্যোগে দ্বিতীয় তামাক বিরোধী সম্মেলনে বক্তারা উপরোক্ত দাবি জানান।

দিনব্যাপী সম্মেলনে প্যানেল আলোচনা, বিশেষজ্ঞ বক্তৃতা, রচনা প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারীদের সাক্ষাতকার ও পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠিত হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন টিসিআরসি'র সভাপতি ও ডিআইইউ'র ট্রাস্টি বোর্ড এর ভাইস-চেয়ারম্যান ব্যারিষ্টার শামীম হায়দার পাটোয়ারী। এ সময় আন্তর্জাতিক তামাক নিয়ন্ত্রণ চুক্তি ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন টোব্যাকো কন্ট্রোল (এফসিটিসি) বাস্তবায়ন বিষয়ক আলোচনায় সঞ্চালনা করেন বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোট এর মূখপত্র সমস্বর এর নির্বাহী সম্পাদক আমিনুল ইসলাম সুজন । এতে আলোচনা করেন বিশিষ্ট পরিবেশবিদ ও পরিবেশ বাঁচাও আন্দোলন (পবা) চেয়ারম্যান এবং বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের উপদেষ্টা আবু নাসের খান, প্রত্যাশা মাদক বিরোধী সংগঠনের মহাসচিব হেলাল আহমেদ, নিরাপদ ডেভেলপমেন্ট ফাইন্ডেশনের সভাপতি ইবনুল সাঈদ রানা, এইড ফাইন্ডেশনের পরিচালক আমিনুল ইসলাম বকুল এবং প্রবন্ধ উপস্থাপনা করেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা মাহমুদুল হক মনি। *বাকী অংশ ৮ পৃষ্ঠায়*

Book Post

বাংলাদেশ তামাক বিরোধী জোটের সমন্বয়কারী **সাইফুদ্দিন আহমেদ** কর্তৃক 'বাড়ি নং ১৪/৩/এ, জাফরাবাদ, রায়ের বাজার, ঢাকা ১২০৭' থেকে প্রকাশিত ও প্রচারিত
ফোন ও ফ্যাক্স: ৮৮-০২-৯১১২৪৪৬, ০১৫৫২-৪৯৩৫১৮, ই-মেইল: info@bata.net.bd, infobatabd@gmail.com ওয়েব: www.bata.net.bd